হার্দিক উপলব্ধি

সুধী,

কথিত আছে, শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী এমন ঐশ্বরিকভাবে রামায়ণের বর্ণনা করতেন যে হনুমান নিজে ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়ে তা শ্রবণ করতেন। এই অধিবেশনগুলির একটিতে, নিখোঁজ সীতাকে বন্দী হবার পর হনুমান যে মুহূর্তে প্রথম তাঁর দিকে চোখ রেখেছিলেন তা বর্ণনা করেছিলেন রামদাস। তিনি তাঁকে সাদা ফুলে ঘেরা রাবণের বাগানে বসে থাকতে দেখেন।

গল্প শুনে হনুমান উত্তেজনায় শিউরে উঠলেন। ছদ্মবেশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, তিনি বলে উঠলেন, "মহাশয়, আমি আপনার বর্ণনাগুলি খুব আনন্দের সঙ্গে শুনছি, কারণ আমি আমার প্রভু সম্পর্কে গল্প শোনা ছাড়া আর কিছুই উপভোগ করি না; তবে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আপনার বর্ণিত একটি বিবরণ ভুল। রাবণের বাগানের ফুলগুলি আপনার বর্ণনা অনুযায়ী সাদা ছিল না, সেগুলি ছিল লাল। প্রকৃত সত্য আমি জানি, কারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং তাদের নিজের চোখে দেখেছি।"

রামদাসের বর্ণনার সৌন্দর্য ছিল ঐশ্বরিক দৃষ্টিতে সমৃদ্ধ। তিনি আরও অনেকের মতো নিছকই রামায়ণ পুনরুল্লেখ করছিলেন না; তিনি ভগবদ্গীতায় সঞ্জয়ের মতো এটি সরাসরি দেখছিলেন এবং যা দেখেছিলেন তাই বর্ণনা করছিলেন। রামদাস উপলব্ধি ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে, হনুমানকে বুঝিয়েছিলেন যে তিনি অবশ্যই এই বিশদটি ভুলভাবে মনে রেখেছেন, কারণ ফুলগুলি খুব স্পষ্টভাবে সাদা ছিল।

এই শুনে হনুমান বললেন, "তাহলে আসুন আমরা এই বিষয়টি নিয়ে ভগবান রামের কাছে যাই" এবং তারা উড়ে গেলেন।

উভয়ের মতামত শুনে ভগবান রাম বললেন, "আমি দুঃখিত, কিন্তু আমি আপনাদের বিবাদের নিষ্পত্তি করতে পারছি না। দেখবেন, আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম না।"

তাঁরা রামের সান্নিধ্য থেকে সরে গেলেন। এরপর হনুমান বললেন, "চল মা সীতার দর্শন করি। তিনি প্রমাণ করতে পারবেন যে ফুলগুলো লাল ছিল।"

তাঁরা সীতাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে তিনি বললেন, "রামদাস সত্য কথা বলেছে। ফুলগুলো যথার্থই সাদা ছিল। তারা মোটেও লাল ছিল না।"

"এটা কিভাবে সম্ভব?" হনুমান বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন; "আমি নিজের চোখে দেখেছি যে ফুলগুলি লাল ছিল।"

তখন সীতা ব্যাখ্যা করে বললেন, "হ্যাঁ, তুমি তাদের লাল রঙের দেখেছিলে," "কিন্তু সেই সময় তোমার দৃষ্টি রাগের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন ছিল, কারণ সদ্য জানতে পেরেছিলে যে আমি রাবণের হাতে বন্দী। সেজন্যই তোমার কাছে সাদা ফুলগুলো লাল দেখায়।"

যে কারণে আমরা বাস্তবকে বাস্তব হিসাবে দেখতে
পারি না; তা হল ভুল চিন্তাভাবনা এবং ভুল
বোঝার কারণ, যা আমাদেরই বহন করা
আমাদের অন্তরের বোঝা — আমাদের সংস্কার।

হনুমান এতই ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন যে রাগ তাঁর দৃষ্টি পরিবর্তন করে দিয়ে ছিল। এমনকি সাদা ফুলও জ্বলন্ত দেখিয়ে ছিল। তিনি ক্ষণিকের জন্য মায়া, ভ্রমের রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন এবং এইভাবে বাস্তবকে অবাস্তব এবং অবাস্তবকে বাস্তব হিসাবে উপলব্ধি করেছিলেন। ভুল চিন্তার কারণে এই ভুল বোঝার অবস্থা হয়ে ছিল।

একইভাবে, ধরুন একজন ভীত পথিক রাতের বেলা পথে একা হাঁটছেন। অন্ধকারে তিনি একটি ছোট বজ্রপাত দেখতে পান এবং এটাকে তিনি ভূত বলে মনে করেন। এরপরে তিনি একটি দড়ি দেখেন এবং এটিকে

> সংবেদনশীল স্মৃতির এই ভাণ্ডারটি এখন আমাদের ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা এমনভাবে উপস্থাপিত করে; যেন আমরা রঙিন আতসকাচের মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে দেখছি।

একটি সাপ ভাবেন। আরেকজন লোক গভীর রাতে ফোনে তার বসের সাথে কথা বলছেন এবং তার স্ত্রী ধরে নিলেন যে সে অবিশ্বস্ত। উভয় ক্ষেত্রেই, পরিস্থিতির বাস্তবতা দেখা যায় না, কারণ এগুলো ভুল চিন্তাভাবনার ফলে অনুভূত হয়। উভয় পরিস্থিতিই অজানা দিয়ে শুরু হয়: আলোর অজানা উৎস, দড়ির অজানা পরিচয়, ফোনে অজানা ব্যক্তি। প্রতি মুহূর্তে আমরা অজানার মুখোমুখি হই, তবে এটিকে বিভ্রম বিকাশের জন্য জায়গা দেওয়ার কোনও দরকার নেই।

বাবুজী মহারাজ এই মায়ার কারণ চিনতে পেরেছিলেন। যে কারণে আমরা বাস্তবকে বাস্তব হিসাবে দেখতে পারি না; তা হল ভুল চিন্তাভাবনা এবং ভুল বোঝার কারণ, যা আমাদেরই বহন করা আমাদের অন্তরের বোঝা — আমাদের সংস্কার।

সংস্কার হল আবেগগতভাবে প্রভাবশালী ও জোড়ালো অভিজ্ঞতার ছাপ, যা আমাদের চেতনায় দৃঢ়ভাবে খচিত হয়ে যায় এবং অবচেতনে থেকে যায়, আমাদের জীবনে একটি অন্তহীন প্রভাব ফেলে এবং অতীতের অভিজ্ঞতার লেন্সের মাধ্যমে আমাদের বর্তমান বাস্তবতাকে দেখতে দেয়। আমাদের পুরানো আবেগ এবং চিন্তার ধরণগুলি বর্তমান বাস্তবতার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, যা ফলস্বরূপ পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে ওঠে। সংবেদনশীল

প্রকৃত নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি আবেগগত স্তরে বিচার বা ব্যাখ্যা ছাড়াই, যোগ বা বিয়োগ ছাড়াই জিনিসগুলিকে দেখে। দৃষ্টি আবির্ভূত হয় যখন সমস্ত ভ্রম চলে যায় এবং আমাদের শাস্ত্র এই বিশুদ্ধ দৃষ্টিকে দর্শন হিসাবে চিহ্নিত করে।

স্মৃতির এই ভাণ্ডারটি এখন আমাদের ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা এমনভাবে উপস্থাপিত করে; যেন আমরা রঙিন আতসকাচের মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে দেখছি।

আমি 'দ্য উইজার্ড অফ ওজের' কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি, যেখানে ওজ শহরের সবকিছুই পান্না-সবুজ বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল - তবে এটি কেবলমাত্র একটি বিভ্রম ছিল। ওজ ছিল অন্য শহরের মতো। সবুজের বিভ্রম বজায় রাখার জন্য শহরের প্রতিটি বাসিন্দাকে সবুজ রঙের লেন্স সহ একজোড়া চশমা দেওয়া হয়েছিল, যা তারা সর্বদা পরবে বলে আশা করা হয়েছিল। রঙিন লেন্সগুলি বাসিন্দাদের মিথ্যা ধারণা দিয়েছিল যে শহরটি সবুজ রঙের।

এটি ছিল একটি কল্পকাহিনী, তবে আমাদের বাস্তব-জীবনের দৃষ্টি ঠিক ততটাই বিকৃত। আমাদের জীবনে আমরা যে পক্ষপাতগুলি অনুভব করি তা আরও খারাপ, কারণ ওজ-এর বাসিন্দাদের দৃষ্টি নাহয় এক জোড়া রঙীন চশমার জন্য অস্পষ্ট ছিল, কিন্তু আমাদের উপলব্ধিকে অস্পষ্ট করার জন্য একাধিক লেন্স রয়েছে। একজোড়া চশমা সহজেই মুছে ফেলা যায়, কিন্তু আমাদের ভ্রমগুলি এত গভীরে থাকে যে আমাদের আত্মা আমাদের চেতনার মাধ্যমে তা এক জীবন থেকে অন্য জীবনে বহন করে নিয়ে যায়। আমরা যে "চশমা" পরিধান করি তা একক রঙের নয়, তাতে একাধিক রঙ লেন্সে খোদাই করা হয়েছে, যা দৃষ্টিশক্তি প্রায় অস্বচ্ছ করে তুলেছে। তাছাড়া, এই ভ্রমগুলি অঘোষিতভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে। যখন বাস্তবতার আলোকে আমাদের চেতনায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়, তখন আমরা অন্ধকারে বাস করি, যা এক ধরণের নরক।

সংস্কারগুলি আমাদের উপলব্ধিকে পক্ষপাতদুষ্ট করে এবং আমাদের জিনিসগুলিকে ভাল বা খারাপ হিসাবে বিচার করতে বাধ্য করে। আমরা কিছু জিনিসকে সুন্দর এবং বাকিগুলোকে কুৎসিত হিসাবে বিচার করি; কিছুজনকে পবিত্র এবং বাকিদের অপবিত্র হিসাবে দেখি। আমরা এই

সত্যটি ভুলে যাই যে পবিত্রতা সর্বত্র রয়েছে, সেই সৌন্দর্য সর্বত্র বিরাজমান। বিচার দ্রষ্টার চোখে বিদ্যমান। আমরা এটি বাস্তবতার উপর চাপিয়ে দিই। প্রকৃত নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি আবেগগত স্তরে বিচার বা ব্যাখ্যা ছাড়াই, যোগ বা বিয়োগ ছাড়াই জিনিসগুলিকে দেখে। দৃষ্টি আবির্ভূত হয় যখন সমস্ত ভ্রম চলে যায় এবং আমাদের শাস্ত্র এই বিশুদ্ধ দৃষ্টিকে দর্শন হিসাবে চিহ্নিত করে।

একজন পবিত্র ব্যক্তির আভাস পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ মানুষই দর্শনকে সীমিত অর্থে বোঝেন। অথচ বহু লোক তাঁর জীবদ্দশায় ভগবান কৃষ্ণকে দেখেছিলেন এবং মেরেকেটে একজন মানুষই তাঁকে দেখেছিলেন যে তিনি কে ছিলেন। তাহলে প্রকৃত অর্থে তাঁর দর্শন কে পেয়েছিলেন? এটি আমাকে বাবুজীর উক্তির কথা মনে করিয়ে দেয়: "অনেকে আমাকে দেখতে আসে, কিন্তু কেউই প্রকৃতপক্ষে আমাকে দেখে না।"

অনেকেই শ্রীকৃষ্ণকে ঘৃণা করতেন। মাত্র কয়েকজন তাঁকে ভালবাসত। দুর্যোধন তাঁকে নিছক জাদুকর বলে অভিহিত করেছিলেন। অর্জুন তাঁর প্রশংসা করলেও তাঁকে বন্ধু হিসেবে সীমিত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন। এমনকি রাধা কৃষ্ণের প্রতি যাঁর অপার ভালবাসা এবং আরাধনা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু হিসাবে তাঁকে পূর্ণ মাত্রায় উপলব্ধি করতে রাধাও পারেননি। যারা তাঁকে দেখেছেন তাদের প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল ভিন্ন ভিন্ন। সম্পূর্ণ সত্য কেউ দেখেনি বা উপলব্ধি করেনি।

এমনটার কারণ প্রতিটি ব্যক্তিই অনন্য। এই বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে, কল্পনা করুন যে আমরা সম্মিলিতভাবে কতগুলি ছাপ বা গভীর আবেগ বহন করি, পৃথিবীতে আমাদের ভাগ করা মুহূর্তটিতে আমরা কতখানি সর্তকীকরণ নিয়ে এসেছি এবং কতগুলি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে৷ সাধারনত এর ফলাফলেই হয় মতানৈক্য ও অনৈক্য।

আমরা সবসময় এমন ছিলাম না। মূলত, প্রতিটি চেতনা অভিন্ন ছিল। বাস্তবতার পবিত্র দৃষ্টি সাধারণত ধরা বা গৃহীত হত। ভুল চিন্তাভাবনার

প্রকৃত আত্মার দর্শন পেতে হলে
অহং দ্বারা সংগৃহীত মিথ্যা পরিচয়
ত্যাগ করতে হবে।

ফলে পার্থক্য বা মতানৈক্য তৈরি হয় এবং আমরা আমাদের নিজস্ব ছোট্ট পৃথিবী তৈরি করতে শুরু করি। বাবুজী আমাদের এই পৃথিবীগুলিকে দ্বীপ হিসাবে বর্ণনা করেছেন - দ্বীপগুলি যেগুলি একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং একতা থেকে, ব্যক্তিত্ব, বিচ্ছিন্নতা এবং অহং-চালিত অস্তিত্বের দিকে নিয়ে চলে যায়।

স্বভাবগতভাবে অহং আত্মকেন্দ্রিক এবং সে নিজে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। অহংকারের সবচেয়ে বড় ভয় হল তার পরিচয় ধ্বংস করা। অহং-এর দৃষ্টিকোণ থেকে, এমনকি শারীরিক মৃত্যুও অহং মৃত্যুর চেয়ে গ্রহণীয়। সে তার অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা নিয়ে ব্যস্ত; অহং সর্বদা নিজেকে দেখতে চায়, এখনও বিদ্যমান এটি নিশ্চিত করার জন্যই যেন সে আয়নায় তাকায়।

অহংকার যখন নিজের কোন রূপ নেয় তখন কিভাবে সে নিজেকে দেখতে পাবে? উত্তর হল, এটি জ্ঞাত বস্তুর সাথে সনাক্ত করে, যা বোধগম্য এবং বিষয়গত জ্ঞানীর কাছে বাহ্যিক। বাহ্যিক কিছুর দিকে ইঙ্গিত করে, এটি ঘোষণা করে, "আমিই সেই" এবং এটি সন্তুষ্ট। এইভাবে, এটি মন, শরীর বা এমনকি মানুষের সামগ্রিক সত্তার বাইরের জিনিস যেমন সংস্কৃতি, ভাষা, স্বাদ, সম্পত্তি ইত্যাদির সাথেও অবিচ্ছেদ্যরূপে একাত্ম থাকতে পারে।

একটি চিঠির উত্তরে, বাবুজী একবার লিখেছিলেন: "এটি ভাল যে আপনি মহাপুরুষদের (সাধুদের) দর্শন পেতে পছন্দ করেন। একা নিজের দর্শন পাওয়ার চেষ্টা করাই ভালো।" প্রকৃত আত্মার দর্শন পেতে হলে অহং

অহংকারের মাটিতে রোপিত সংস্কারের বীজ থেকে স্বতন্ত্র ভাগ্যের বৃক্ষ জন্মায়। আমাদের সংস্কারগুলি আমাদের হৃদয়ের অভিপ্রায় তৈরি করে, যা পূর্ণ করার জন্য মন কাজ করে। মনের কাজ এবং প্রবণতা বৃত্তি নামে পরিচিত। আমাদের বৃত্তি, আবার ঘুরিয়ে, আমাদের প্রবৃত্তিকেই (প্রবণতা) চালিত করে। একসাথে, বৃত্তি এবং প্রবৃত্তি আমাদের প্রকৃতিকে অর্থাৎ প্রকৃতির তিনটি গুণকে - সত্ত্ব, রজ এবং তম-এর গুণাবলী দিয়ে রঙ করে চালিত করে।

দ্বারা সংগৃহীত মিথ্যা পরিচয় ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু অহং তার মিথ্যা পরিচয়ের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত। যখন একে হুমকি দেওয়া হয়, তখন এটি আক্রমণাত্মকভাবে আঘাত করতে পারে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, আপনার একটি অংশ বলে মনে করেন এমন কিছু, অর্থাৎ - আপনার ধর্ম, আপনার জাতি, আপনার সম্প্রদায়, আপনার পরিবার ইত্যাদির প্রসঙ্গে যখন সমালোচনা করা হয়, তখন আপনার কেমন লাগে। সেই অনুভূতির শক্তিই হল অহং শনাক্তকরণের তীব্রতার একটি সূত্র — প্রকৃত পরিচয়ের মুখোশ।

দৃঢ় অহংকার একতা ধ্বংসকারী হয়। একটি দলে কাজ করার সময়, অন্যরা আপনার থেকে ভিন্নভাবে কাজ করতে চাইতেই পারে। আপনি যদি আপনার নিজস্ব ধারণার সাথে খুব বেশি পরিচিত হন, তাহলে অন্যদের থেকে গঠনমূলক পরামর্শগুলিও আপনার ব্যক্তিগত হুমকির মতো মনে হবে। কল্পনা করুন যে একটি দলের প্রত্যেকে একটি "আমার পথ অথবা রাজপথ" কাজের শৈলী গ্রহণ করছে! ভাবুন তো ফলাফল কি হবে! ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সুস্থ ও সাবলীল থাকে যখন আমরা নমনীয় থাকি এবং অহং যুদ্ধ এড়াই।

কাজের একটি অহংকারী শৈলী আমাদেরকে ঐশ্বরিক শক্তির বাহক বানানোর জন্য মাস্টারের কাজকে বাধা দেয়। যদি ঐশ্বরিক শক্তির প্রবাহ আমাদের মধ্যে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়, ঘর্ষণ উৎপন্ন হয়। ধ্যানের সময় "ঝাঁকুনি" এর মতো ঘটনাগুলি দৈহিক গঠনতন্ত্রে বা প্রণালীতে প্রতিরোধের লক্ষণ।

অহং এবং সংস্কার হল একে অপরের জুড়িদার বা সহযোগী। আমরা যখন আবেগগতভাবে প্রতিক্রিয়া জানাই তখন সংস্কার তৈরি হয়। অহং আমাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল উপাদান, যা সংস্কর গঠনকে নিশানা করে। কেন অহং প্রতিক্রিয়া করে? এটি প্রতিক্রিয়া দেখায় যখন এটি একটি শনাক্তকরণ, উন্নতি বা হুমকির সম্মুখীন হয়। এই প্রতিক্রিয়াটি পছন্দ বা অপছন্দের আকারে আসে। সেই প্রতিক্রিয়ায় উৎপন্ন ইতিবাচক বা নেতিবাচক আবেগ তখন একটি ছাপ বা গভীর আবেগে পরিণত হয়।

সহজভাবে বলতে গেলে, সংস্কারগুলি সেই বস্তুগুলিকে নির্ধারণ করে যেগুলির মাধ্যমে অহংকে চিহ্নিত করা যায়। তাহলে অহং এবং সংস্কার হল মায়ার সহ-স্রষ্টা, যা আমাদের ধারণাকে আচ্ছাদিত করে এবং আমাদের বাস্তবতার দৃষ্টিকে বিকৃত করে।

অহংকারের মাটিতে রোপিত সংস্কারের বীজ থেকে স্বতন্ত্র ভাগ্যের বৃক্ষ জন্মায়। আমাদের সংস্কারগুলি আমাদের হৃদয়ের অভিপ্রায় তৈরি করে, যা পূর্ণ করার জন্য মন কাজ করে। মনের কাজ এবং প্রবণতা বৃত্তি নামে পরিচিত। আমাদের বৃত্তি, আবার ঘুরিয়ে, আমাদের প্রবৃত্তিকেই (প্রবণতা) চালিত করে। একসাথে, বৃত্তি এবং প্রবৃত্তি আমাদের প্রকৃতিকে অর্থাৎ প্রকৃতির তিনটি গুণকে - সত্ত্ব, রজ এবং তম-এর গুণাবলী দিয়ে রঙ করে চালিত করে।

আমাদের প্রকৃতির গুণাবলি অনুসারে আমরা কিছু কাজ বারবার করতে থাকি। একজন ভোজনরসিক থেকে থেকেই রেস্তোরাঁয় যেতে থাকেন। একজন নাবিক শুধুই তরঙ্গ তাড়া করতে থাকেন। একজন চলচ্চিত্র-প্রেমী কেবলই সিনেমা হলে যেতে চান। এই ধরণের ক্রিয়াকলাপগুলি প্রতিটি ব্যক্তির প্রকৃতির জন্য অনন্য, বিশেষ ধরণের সংস্কার সংগ্রহের সুবিধা দেয়। এক জীবন থেকে অন্য জীবন পর্যন্ত, অবিরাম ক্রিয়াকলাপ এবং সংস্কারের সঞ্চয়ন আমাদের প্রকৃতিকে বৃহত্তর সংজ্ঞা দেয়। এটাকেই আমরা প্রারব্ধ(ভাগ্য) বলে বুঝি।

আমরা আমাদের স্বতন্ত্র গন্তব্যের স্রষ্টা, তবে একটি ঐশ্বরিক অদৃষ্টও রয়েছে - এমন একটি নিয়তি যা কেবল তখনই উপলব্ধি করা যায়, যখন আমরা আমাদের স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট জগতগুলিকে বিলীন করে দিয়েছি এবং আমাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র প্রলয়কে (বিলুপ্তি) প্রভাবিত করেছে।

মহান ঋষি পতঞ্জলি এই উদ্দেশ্যেই যোগের পথের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যার দ্বারা আমরা সেই বৃত্তিগুলিকে অস্বীকার করতে পারি যা অন্যথায় আমাদের ভাগ্যকে ত্রুটিসহ নকশা বা পরিকল্পনা করবে এবং আমাদের মায়ার ঘোরে ঘুরতে থাকবে। এটি একই উদ্দেশ্য যার জন্য পূজ্য বাবুজী আমাদের বৃত্তিগুলিকে টিকিয়ে রাখার জন্য সংস্কারগুলি দূর করার পদ্ধতি তৈরি করেছিলেন। চিৎ বৃত্তি নিরোধ এক অর্থে যোগের অবস্থা। আমাদের বৃত্তিকে ইন্ধন জোগালে তা কখনই আমাদের উদ্ধারে আসবে না, তাই এটি একটি - যজ্ঞ, যোগ নয়।

দুর্ভাগ্যবশত, অহং-এর প্রবণতা হল তার সৃষ্টিকে রক্ষা করা এবং বৃত্তি, প্রবৃত্তি, প্রকৃতি এবং প্রারব্ধ দিয়ে তা চিহ্নিত করা। এটি পরিবর্তনকে কঠিন ও জটিল করে তোলে। প্রিয় চারিজী বলতেন যে, একজন মূর্খ তাদের ভুলগুলি কেবলমাত্র পশ্চাদপসরণের সময় স্বীকার করে, যদি তা না হয়; একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাদের ভুলগুলি করার সময় বুঝতে

পারে; এবং একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ভুলগুলি আগে দেখেন ও সেগুলি এড়িয়ে যান।

একজন ব্যক্তিকে কীভাবে শ্রেণীবদ্ধ বা শ্রেণীভুক্ত করবেন, যিনি তাদের ভুলগুলি দেখেন কিন্তু একগুঁয়েভাবে জোর দিয়ে বলেন যে তাদের কাজগুলি সঠিক? কীভাবে এই ধরণের একজন ব্যক্তিকে রূপান্তরিত করতে পারেন? কীভাবে একজন ব্যক্তি তার স্বতন্ত্র প্রলয়কে প্রভাবিত করতে পারে, যখন তারা তাদের সৃষ্টি নির্মাণে ব্যস্ত থাকে? তামা যেন সোনায় রূপান্তরিত হয়; এটা কিভাবে ঘটা সম্ভব? হয়তো এই ব্যাখ্যাটিই বুঝিয়ে দেয় যে কেন আমরা নিজেদেরকে বদলাতে ব্যর্থ হই। এটাও ব্যাখ্যা করতে পারে, কেন বাবুজীর তেইশটি বৃত্তের চিত্রে অহংকার বলয়গুলো মায়ার বলয়কে সমর্থন করে।

সহজ মার্গ আমাদের এমন একটি জীবনধারা আয়ত্ত করার জন্য অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করে যা আমাদেরকে সংস্কার না করেই মহৎ কাজ সম্পাদন করতে দেয়। সংস্কারের বোঝা দূর করা সহজ। আমাদের সান্ধ্যকালীন পরিষ্করণের সময় সারাদিনের জমে থাকা সংস্কারগুলি সরানো হয়। বর্তমান শরীরের বা অবতারের অতীতের সংস্কারগুলি পৃথক বৈঠকের(সিটিং) সময় প্রশিক্ষকদের দ্বারা পরিষ্কার করা হয়। অতীত জীবনের সংস্করগুলি ভাণ্ডারার সময়, সমবেত সৎসংঘের সময়, মাস্টারের শারীরিক উপস্থিতিতে এবং যদি অভ্যাসী নিবেদিত হয়ে লয়াবস্থায় পৌঁছায়, যে কোনও সময়েই মুছে ফেলা যায়।

সংস্কারের গঠন রোধ করা আরও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই পৃথিবীতে বাস করার সময় ছাপ বা গভীর আবেগ এড়ানো ঠিক একটি কয়লাখনির ভিতরে কয়লার ধুলো এড়ানো বা ঝড় বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়ার মতো। আমরা বৃষ্টি এড়াতে পারি না, তবে বর্ষাতি পরে আমরা নিজেদেরকে ভিজে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারি। মন এবং হৃদয়ের জন্য "বর্ষাতি" হিসাবে কী কাজ করতে পারে, যাতে তারা মানসিক অশান্তির সময়ও প্রভাবিত না হয়? এটি অবিরাম স্মরণ ও শরণের প্রতিরক্ষামূলক পোশাক যা প্রভুর প্রতি ভালবাসায় সিক্ত থাকে।

অবিরাম স্মরণ একটি অনন্য ধরনের বিশোধন বা পরিস্রাবণ প্রক্রিয়া। আমাদের চেতনাকে কলঙ্কিত করার আগে এটি ছাপগুলি বা গভীর আবেগগুলিকে পরিস্রুত করে। নম্রতার প্রতিরক্ষামূলক ছাউনি দিয়ে, অবিরাম স্মরণ অহংকে পরিস্রুত করে এবং পক্ষপাতের প্রভাব থেকে আমাদের উদ্ধার করে, যাতে ঐশ্বরিক গন্তব্যটি দৃষ্টিতে স্পষ্ট থাকে। এমনকি জাগতিক এবং অলীকও ঐশ্বরিক ও অসাধারণ হয়ে ওঠে যখন আমাদের উপলব্ধি আমাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভালবাসায় নিমগ্ন থাকে। ঈশ্বর যদি ঐশ্বরিক হন, তাহলে তাঁর সৃষ্টি ঐশ্বরিক, কারণ উৎস এবং ফলাফল সবই এক। সবকিছু ঐশ্বরিক হয়ে ওঠে।

ভালবাসা এবং শ্রদ্ধাসহ,
কমলেশ

পূজ্য শ্রী বাবুজী মহারাজের

১২৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত

৩০শে এপ্রিল ২০২২

heartfulness™
advancing in love